গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
আইসিটি শাখা
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
www.pmeat.gov.bd

নং-৩৭.২৪.০০০০.০০৫.৩২.০০২.২১-৬৯

তারিখ: ১৮ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০৩ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার প্রস্তুতকৃত ডাটাবেজ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ১.২ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার প্রস্তুতকৃত ডাটাবেজ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক -তিন প্রস্থ।

(কাজী দেলোয়ার হোসেন)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)
ফোন: ০২-৮১৯২২০০
ই-মেইল: md@pmeat.gov.bd

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
[দৃ: আ: উপসচিব (অ: দা:), বার্ষিক কর্মসম্পাদন, সেবা উন্নয়ন ও উদ্ভাবন শাখা।]

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হ'ল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)-

১. উপসচিব, ই-গভর্নেন্স-২ অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২. সহকারী পরিচালক (উপবৃত্তি/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা
৩. প্রোগ্রামার, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
৪. অফিস কপি।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নামঃ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বিষয়ঃ ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
ক্র. নং	ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কিনা/না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১.	ই-স্টাইপেন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের লক্ষ্য। ট্রাস্টের মাধ্যমে ২০১৩ সাল থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান করা হচ্ছে। পূর্বে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হার্ড কপির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হত। এর ফলে উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সময়, খরচ ও গমন বেশি লাগতো। উপবৃত্তির অর্থ শিক্ষার্থীর একাউন্টে সঠিক সময়ে প্রেরণ করা সম্ভব হতো না। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে উপবৃত্তি বিতরণের ক্ষেত্রে প্রকৃত দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী বাছাই করা সম্ভব হতো না। এছাড়া উপবৃত্তি বিতরণের ক্ষেত্রে উপবৃত্তির আবেদন এন্ট্রি ও যাচাইবাছাইয়ে অনেক সময় লাগতো ও এর ফলে উপবৃত্তি বিতরণ বিলম্বিত হত। উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রম 'ই-স্টাইপেন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' ব্যবহার করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিতরণের ফলে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে অনলাইনের মাধ্যমে উপবৃত্তির আবেদন করতে পারছে। এর ফলে উপবৃত্তির অর্থ শিক্ষার্থীর একাউন্টে দ্রুত প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে এবং উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সময়, খরচ ও গমন পূর্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। সর্বোপরি সেবাটি ডিজিটাজাইজেশনের ফলে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যকমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে ট্রাস্ট সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	https://estipend.pmeat.gov.bd	বছরে একবার উপবৃত্তির আবেদন গ্রহণ করা হয়।
২.	ই-ভর্তি সহায়তা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	অর্থের অভাবে দেশের শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে ঝরে না পড়ে সে লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। পূর্বে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভতি সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত সেবাটি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে প্রদান করা হত। এক্ষেত্রে, ট্রাস্টের ওয়েবসাইট থেকে ফরম ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর-সিল নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ডাকযোগে আবেদন প্রেরণ করতো। এরপর প্রাপ্ত আবেদনসমূহের হার্ডকপি ক্যাটাগরী অনুযায়ী সর্টিং ও ট্রাস্টের কম্পিউটারে এন্ট্রি করা হতো। এন্ট্রিকৃত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক নির্ধারিত কমিটি নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তার জন্য সুপারিশ করতো। সর্বশেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর আর্থিক সহায়তার চেক প্রেরণ করা হতো।	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	https://eservice.pmeat.gov.bd/admission	প্রতিবছর মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে একবার করে মোট তিনবার আবেদন গ্রহণ করা হয়।

		অনেকক্ষেত্রেই কাগজপত্র সত্যায়নের জন্য কর্মকর্তা খুঁজে পাওয়া যেত না, ফলে বারবার ভিজিট করতে হতো। আবেদনকারীকে ফোন করতে হতো বা অফিসে এসে জানতে হতো আবেদন পৌঁছালো কি না। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কোনটির অভাবে বা কী কারণে আবেদন বাতিল হলো তা জানতে পারত না। ছাত্র-ছাত্রীদের অফিসে বারবার ফোন করতে হতো অথবা যারা ফোন নম্বর জানে না তারা অফিসে এসে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বারবার ভিজিট করে জানতে হতো তার নামে চেক এসেছে কি না। ছাত্র-ছাত্রী সরাসরি টাকা পেত না। এছাড়া যেসব প্রতিষ্ঠান প্রধান নগদ অর্থ না দিয়ে পুনরায় চেকের মাধ্যমে অর্থ দিত সেক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীকে উক্ত চেকের অর্থ উত্তোলনের জন্য দূরবর্তী কোন ব্যাংকে যেতে হতো। এতে অনেক সময় ও অর্থের অপচয় হতো। বর্তমানে ভর্তি সহায়তা বিতরণ কার্যক্রম অনলাইনভিত্তিক করার লক্ষ্যে 'ই-ভর্তি সহায়তা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' নামে একটি সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে ঘরে বসে ভর্তি সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারছে। এর ফলে ভর্তি সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সময়, খরচ ও ভোগান্তি অনেক কমে গিয়েছে।				
৩.	ই-চিকিৎসা অনুদান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণির দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়। পূর্বে সেবাটি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে দেয়া হত। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত ফরমে হার্ডকপিতে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ দুর্ঘটনার অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে প্রেরণ করত। এরপর উক্ত আবেদনসমূহ সর্টিং, এন্ট্রি, যাছাইবাছাই ও চিকিৎসা অনুদান প্রদান করতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হত। এর ফলে অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে ভোগান্তির শিকার হতে হত ও সঠিক সময়ে অনুদান প্রদান করা সম্ভব হত না। বর্তমানে চিকিৎসা অনুদান প্রদানের আবেদন অনলাইনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে 'ই-চিকিৎসা অনুদান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' সফটওয়্যারের মাধ্যমে গ্রহণ করার ফলে শিক্ষার্থীর সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়েছে এবং সেবা গ্রহীতার ভোগান্তি পূর্বের তুলনায় অনেক কমে গেছে যার ফলে চিকিৎসা অনুদান সঠিক সময়ে শিক্ষার্থীর নিকট প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে।	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	https://eservice.pmeat.gov.bd/medical	সারাবছর কার্যকর থাকে এবং আবেদন গ্রহণ করা হয়।
৪.	ই-এম.ফিল./ পিএইচ.ডি. ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে উচ্চ শিক্ষায় পিএইচ.ডি. কোর্সে অধ্যয়নরত গবেষকদের ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হয়। ট্রাস্ট হতে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে অধ্যয়নরত গবেষকদের ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানের জন্য পূর্বে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ে আবেদনের বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হত। উচ্চ শিক্ষায় পিএইচ.ডি. কোর্সে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত গবেষকদের ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান সেবাটি'র কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পাদনে সেবা গ্রহীতা/প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বেশ কিছু জটিলতাসহ সময়সাপেক্ষতার সৃষ্টি হয় বিধায় বর্তমানে **'এম.ফিল/পিএইচ.ডি. ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবাটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।** বিজ্ঞপ্তির কপিসহ নির্ধারিত আবেদন ফরম ট্রাস্টের ওয়েবসাইটসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ওয়েবসাইটে বহুল প্রচারের জন্য প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ভর্তি হয়েছেন/ভর্তির নিশ্চয়তা পেয়েছেন এমন গবেষকগণ ফেলোশিপ ও বৃত্তি'র জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরমে (রেজিস্টেশন নম্বরসহ) গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও স্ব-স্ব উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নীতি ও	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	https://eservice.pmeat.gov.bd/mnp	বর্তমানে এ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে শুধুমাত্র পিএইচ.ডি. কোর্সেবছরে একবার আবেদন গ্রহণ করা হয়।

		পদ্ধতি অনুযায়ী রেজিস্টেশন পত্র, ভর্তির জন্য নিশ্চয়তাপত্র (Letter of Acceptance) সহ ০৪ (চার) সেট আবেদন কপি ডাকযোগে/সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট অফিসে জমা প্রদান করতে হত। এরপর প্রাপ্ত আবেদনসমূহের হার্ডকপি সর্টিং ও এন্ট্রি করে তালিকা প্রস্তুত করা হত। এন্ট্রিকৃত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক নির্ধারিত বাছাই কমিটি নির্বাচিত গবেষকদের প্রয়োজনে সাক্ষাৎকার গ্রহণসহ (এম.ফিল. পর্যায়ে ০২ (দুই) বছর ও পিএইচ.ডি. পর্যায়ে ০৩ (তিন) বছরের) ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করত। বর্তমানে সেবাটি ডিজিটাইজেশনের ফলে আবেদনের সকল ডকুমেন্ট অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ করার কারণে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সময়, খরচ ও গমন পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত হয়েছে।				
৫.	**এইচ.এস.পি. এমআইএস**	ষষ্ঠ হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। পূর্বে উক্ত উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পরিচালিত হত। বর্তমানে উক্ত উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম অনলাইনে 'এইচ.এস.পি. এমআইএস' সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপ্রধানগণ শিক্ষার্থীদের তথ্য এন্ট্রি ও যাচাইবাছাই করে উপবৃত্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা ট্রাস্টে প্রেরণ করে এবং সবশেষে উপবৃত্তির অর্থ শিক্ষার্থীদের একাউন্টে প্রেরণ করা হয়। সফটওয়্যারটিতে উপবৃত্তি সংক্রান্ত ড্যাশবোর্ড ও রিপোর্ট দেখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে উপবৃত্তি বিতরণের ফলে শিক্ষার্থীদের সময়, খরচ ও ভোগান্তি পূর্বে তুলনায় অনেক কমে গেছে এবং উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা এসেছে।	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	http://hspbd.com/HSP-MIS/login	বছরে এক বার উপবৃত্তির আবেদন গ্রহণ করা হয়।
৬.	**ই-ছুটি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম**	ট্রাস্টের অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান ও অনুমোদন কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে 'ই-ছুটি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম' নামে একটি সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পূর্বে নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হার্ডকপিতে গ্রহণ ও ছুটির অনুমোদন/ মঞ্জুর করা হত। এর ফলে ছুটির প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীকে অনেক বেশি সময় অপেক্ষা করা হত ও ছুটি পেতে বিলম্ব হত। ছুটি প্রদান পদ্ধতি অনলাইনভিত্তিক করার ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি পূর্বের তুলনায় অল্প সময়ে আবেদন, মঞ্জুর ও ছুটির রেকর্ড সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে ছুটি প্রদান কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত হয়েছে।	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	https://eservice.pmeat.gov.bd/eleave	সারাবছর কার্যকর থাকে। এটি শুধুমাত্র ট্রাস্টের অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য।

5/10/22